মান-কুঞ্জ।

(গীতিনাট্য।)

" সাধারণে প্রকাশার্থ নহে।"

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু কোংকর্ত্তৃক বহুবাজারস্থ ২৪৯ [illegible]
ষ্ট্যান্‌হোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯০ সাল।

১লা ভাদ্র।

মান-কুঞ্জ।

প্রথমাঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বৃন্দাবন—রাধাকুঞ্জ।

(বৃন্দা, ললিতা, বিশাখা ও চিত্রা আসীনা।)

রাগিণী রামকেলী—তাল তেতালা।

বৃন্দা। দেখ ঐ পোহা'ল রজনী।

শুন ওলো ধনি, বল দেখি শুনি,

এখন এল না কেন গুণমণি ॥

ঐ দেখ যত তারা, গগনে মিশাল তা'রা,

বিনা সেই নয়নতারা, কাঁদিতেছে কমলিনী।

অস্তমিতা যামিনী, উদয় হ'ল দিনমণি,

ভয়ে কুমুদিনী, লুকাইল বদনখানি;

কোথা শ্যাম নব ঘন, বারেক দেও দরশন,

কৃপাবারি বরিষণ, কর ওহে চিন্তামণি ॥

রাগিণী রামকেলী—তাল ভরত্রঙ্গা।

বিশা। ঐ দেখ দেখ সখি, আসিছে কানাই।
কুঞ্জের দ্বারে, চল মোরা সবে মিলি যাই॥
বাঁশরী বাজায়ে, মন যে মাতায়ে,
কেমনে সে স্বরে, ঘরে র'বে রাই;
এমন কুটিল শ্যাম আগে জানি নাই॥

[সকলে কুঞ্জদ্বারে অগ্রসর।

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।)

কীর্ত্তনের সুর—তাল একতালা।

ললি। ওহে রসরাজ, এ কেমন কায,
এলে তুমি নিশি প্রভাত হ'তে।
রাজার নন্দিনী, রাধা বিনোদিনী,
হ'ল তার মিছে নিশি জাগিতে॥
শুন হে কালিয়ে, তোমারি লাগিয়ে,
রাই সুখী নহে এবে পিরীতে।
কাল ছিলে যথা, যাও তুমি তথা,
কেমনে সে ধনী দিল আসিতে॥
ওহে ভাল ভাল, সে তো সুখে ছিল,
রাইএর যামিনী গেল কাঁদিতে।
(প্যারী) তোমারি আশয়ে, সারা রাত চেয়ে
সহেছে বিষম বিরহ চিতে॥

রাই গেছেন ব'লে, তুমি হেথায় এলে,
পাবে না আর কুঞ্জে যাইতে।
নীরবেতে হরি, এ স্থান পরিহরি,
যাও যেন প্যারী না পা'ন জানিতে ॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

কৃষ্ণ। সখি! কেন মিছে কর রঙ্গ।
তোমাদের কথা শুনে জ্বলে মম অঙ্গ ॥
না হেরিয়া সেই জন, একে প্রাণ জ্বালাতন,
দেখাও বিধুবদন, পরে ক'র ব্যঙ্গ ॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

ললি। হ'বে না তথায় যাওয়া মিছে কেন আশা কর।
আমাদের কমলিনীর ক্রোধে জ্বলে কলেবর ॥
তুমি হে যত ভাল, চেনা আছে বহু কাল,
তব ছলে ওহে হরি, ভুলিবেন না তিনি আর ॥

রাগিণী কালাংড়া—তাল কাওয়ালী।

কৃষ্ণ। আমারে যাইতে কুঞ্জে রাই বারণ করেছেন কেন?
কি দোষেতে দোষী আমি বল বল সখীগণ ॥
অপরাধী হ'য়ে থাকি, ক্ষমিবেন মোরে দেখি,
ধরিয়া চরণ তাঁরি সাধিব গিয়া এই ক্ষণ ॥

রাগিণী ঝিঝিট—তাল কাওয়ালী।

বৃন্দা। কোথায় যাও ওহে হরি দাঁড়াও দাঁড়াও এই খানে।
অপমান হবে তুমি, যাইলে আদেশ বিনে॥
রাইএর মোরা আছি দ্বারী, তাঁর আজ্ঞায় ছাড়িতে পারি,
নহিলে হে বংশীধারি, কেমনে ছাড়ি কুঞ্জবনে॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

কৃষ্ণ। এত রাগ মম প্রতি কিসে রাধার হ'ল বল।
বিনা দোষে দোষী করা এই কি তাঁর উচিত হ'ল॥
তোমরা আমার পক্ষ হ'য়ে, ব'ল রাইকে বুঝাইয়ে,
দূতি তোমার হাতে ধরি,
নহিলে উপায় কি হবে বল॥

রাগিণী যোগিঞা—তাল ঝাঁপতাল।

বৃন্দা। কহিতে তোমারি তরে, যাই আমি ওহে হরি।
দেখে আসি মানিনীর মান যদি ভাঙ্গিতে পারি॥
প্যারী আছেন দুর্জয় মানে, কেমনে যা'ব সেইখানে,
তাই আমি মনে মনে, সতত ভাবিয়া মরি।
তোমার লাগি কিশোরীরে, বুঝাইব বিনয় ক'রে,
শেষেতে সাধিব তাঁরে, অনেক মিনতি করি॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নিকুঞ্জ কানন।

(শ্রীরাধিকা গালে হাত দিয়া চারিজন সখীসহ উপবিষ্টা; বৃন্দা, ললিতা, বিশাখা ও চিত্রার প্রবেশ।)

কীর্ত্তনের সুর—তাল একতালা।

বৃন্দা। বিনোদিনি ধনি, রাজার নন্দিনি,
আছে গুণমণি দ্বারে।
অনুমতি পাই, আনিবারে যাই,
কি হ'বে কাঁদালে তারে॥
দিলে বহু দুখ, শুখা'য়েছে মুখ,
হেরে যে প্রাণ বিদরে।
কত আর স'বে, মথুরায় যাবে,
আসিবে না আর ফিরে॥
শুন ওগো প্যারি, ক্রোধ পরিহরি,
আদেশ কর দাসীরে।
এখনি যাইয়া, চরণ ধরিয়া,
আনিব মিনতি ক'রে॥

রাগিণী কালাংড়া—তাল কাওয়ালী।

রাধা। ব'ল না আর আমারে সে শঠ লম্পটের কথা।
আসিতে করে আকিঞ্চন, কেবল আমায় দিতে ব্যথা॥
বুঝিয়াছি তার কার্য্য, করেছি পণ দুর্নিবার্য্য,
দূর ক'রে দেওয়া ধার্য্য, এ কর্ম্মের এই প্রথা।
মনে হ'লে তার কাণ্ড, উচিত হয় দিতে দণ্ড,
কাণ্ডাকাণ্ড সকলি ভণ্ড, আসিতে দিও না হেথা॥

(শ্রীকৃষ্ণকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বৃন্দা অগ্রসর।)

রাগিণী বাহার—তাল একতালা।

বৃন্দা। আর না বাঁশরী-স্বরে গলে সে কঠিন মন।
রাখিলেন না কোন কথা, রাই মোদের প্রাণধন॥
করি'ছি মিনতি কত, সাধিয়াছি বিধিমত,
(এবে) দেখ হরি নিজ পথ, ধরিয়া রাধার চরণ॥

রাগিণী ঝিঝিট-খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

কৃষ্ণ। (অগ্রসর হইয়া করযোড়ে) প্রেয়সি এ অধীন জনে।
চিরদাস ব'লে তুমি ঠেল না ও চরণে॥
কভু নহি অন্যগামী, তোমা ছাড়া নহি আমি,
তুমি মম অর্দ্ধ অঙ্গ, জানে সর্ব্বজনে।
তুমি মম প্রাণাধার, আমি তব প্রেমাধার,
তুমি মম পরাৎপর, প্রকাশ ভুবনে॥

তুমি মম পরম গতি, তুমি মম সর্ব্ব মুক্তি,
তুমি মম আদ্যা শক্তি, বিদিত পুরাণে॥

রাগিণী আলাহিয়া—তাল আড়াঠেকা।

কৃষ্ণ। (চরণ ধরিয়া)—
মান ত্যজ ও মানিনি আমারে রাখ চরণে।
কি দোষ করেছি আমি কিছু নাহি জানি মনে।
যদি ক্রোধ হ'য়ে থাকে, ত্যজ না রাই আমাকে,
এ দাসের প্রতি কোপ, ক্ষম হে রাই নিজগুণে॥

রাগিণী সুরট—তাল একতালা।

ললি। মান ত্যজ লো বিনোদিনি!
চরণে পড়িয়ে, কৃতাঞ্জলি হ'য়ে, আছে দেখ চিন্তামণি॥
এত মান তোমার ভাল নাহি লাগে,
কালাচাঁদ তোমার ও পায়ের আগে,
আদর ক'রে ধনি, তোল গুণমণি,
দেখে দুখ ঘুচুক চাঁদবদনি॥

রাগিণী বিভাষ—তাল আড়াঠেকা।

রাধা। বার বার কেন দূতি করিতেছ জ্বালাতন।
আর আমি দেখিব না পাপ সে কাল বরণ॥
আছে যত কাল সখী, বাহির ক'রে দে গো দেখি,
নীলাম্বর আর আমি, পরিব না কদাচন।
পিকবর বসি শাখে, আর যেন নাহি ডাকে,
নয়নে নীল অঞ্জন, করিব না আর গ্রহণ॥

রাগিণী পরজ—তাল ঝাঁপতাল।

কৃষ্ণ। তবে যাই ওগো দূতি তোমাদের হেথা হ'তে।
রাইএর দয়া মম প্রতি হ'লনাকো কোনমতে॥
তোমরা সব ছিলে সাপক্ষ,
কপালদোষে হ'লে বিপক্ষ,
তবে আর কার কাছে, দাঁড়াই বল এ কুঞ্জেতে॥

রাগিণী আলাহিয়া—তাল একতালা।

বিশা। যাবে যাও মনচোরা ক্ষতি কি তাহাতে আছে।
যাই যাই ব'লে কেন জ্বালাইছ আর মিছে॥
শুন হে চোর ত্রিভঙ্গ, সুখেতে কর গে রঙ্গ,
আমাদের রাধার প্রাণে সকলি ত সহিয়াছে॥

রাগিণী পিলু-বারোঞা—তাল ঠুংরি।

কৃষ্ণ। কেন লো প্রেয়সি কঠিন এমন।
সতত যে জানি তুমি হৃদয়েরি ধন॥
মুহূর্ত্তেক অদর্শনে, শূন্য দেখি ত্রিভুবনে,
(এবে) আমি র'ব কেমনে, না হেরে তব আনন।
কে জানে এমন হবে, পিরীতে প্রাণ কেড়ে লবে,
অবশেষে কাঁদাইবে, দহিয়ে মোর জীবন॥
ভালবেসে এই হ'ল, দিলে ভাল প্রতিফল,
পৃথিবীতে আর ভাল, বাসিবে না কোন জন॥

রাগিণী বারোঞা—তাল ঠুংরি।

কৃষ্ণ। প্রিয়ে আমি চলিলাম এক্ষণে
যে দুঃখ দিলে আমারে রহিল মনে॥
নাহিক দয়ার লেশ, পিরীতি জানালে বেশ,
এই দেখা হ'ল শেষ, মনে রেখ এ জনে॥
[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

নিকুঞ্জ-কানন।

(রাধিকাসহ অষ্ট-সখী আসীনা।)

রাগিণী মালকোষ—তাল আড়াঠেকা।

রাধা। দূতি, মান কেন আমার হ'ল।
ঐ দেখ প্রাণনাথ মোরে ফেলে চ'লে গেল॥
হ'য়ে পোড়া মানে মানী, হারাইনু গুণমণি,
এ দুর্জ্জয় মান আমার কোথা হ'তে দেখা দিল॥
দে গো সখি তারে এনে, যেখানে পা'স যতনে,
শ্যাম আমার কেঁদে কেঁদে পায়ে ধ'রে কত সাধিল॥
এখন যায় মম প্রাণ, এনে দেখা বংশীবয়ান,
মরি মরি সই এবে সহিতে কি পারি বল॥

রাগিণী বাহার—তাল যৎ।

চম্প। রাজার মেয়ে তুমি রাই, যা কর তাই শোভা পায়।
নহিলে কি হে কালাচাঁদে কাঁদায়ে কর বিদায়॥
আমরা যত সখীগণ, তোমারে বলি এখন,
শুন বা না শুন তুমি, এমন করা উচিত নয়॥

রাগিণী মূলতানী—তাল আড়াঠেকা।

রাধা। সখি আমি বল্‌ব কি তোমাদের স্থানে।
দূতি, বিনা সেই, কেমনেতে রই,
আমার প্রাণ যায় তার অদর্শনে॥
শুন সখি আমি স্বরূপ কথা কই,
বিনা প্রাণের বঁধু হব জলসই,
শুন লো বিশাখা, খুঁজে এনে সখা,
বাঁচা রে এখন আমায় জীবনে॥

[বিশাখার প্রস্থান।

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী—তাল আড়াখেম্‌টা।

বৃন্দা। এত ক্ষণের পরে তোমার মান গেল কি বিনোদিনি।
নাগর বলিয়া এখন মনে হ'ল কি চাঁদবদনি॥
তখন হ'য়ে মানে মানী, কর্‌লে শ্যামে অপমানী,
এ গোকুলে তোমার মত পাবে সে রমণী॥
করেছিল মন চুরি, এসে ছিল দিতে ফিরি,
আগে কাঁদাইলে তারে, শেষে কাঁদ আপনি॥

রাগিণী ছায়া-কামোদ—তাল একতালা।

রাধা। দূতি, দেখ একবার খুঁজিয়া তারে।
অভিমান ক'রে যদি থাকে কুঞ্জের ভিতরে ॥
তখন আমি ছিলাম মানে, না চাহিলাম শ্যামের পানে,
এখন আমি মরি প্রাণে, বারেক দেখা কালারে ॥

(বিশাখার প্রবেশ।)

কীর্ত্তনের সুর—তাল একতালা।

বিশা। নাগরে খুঁজিয়ে, বহু দূর গিয়ে,
এনু হে রাজকুমারি।
যমুনাপুলিনে, গিরি গোবর্দ্ধনে,
কুঞ্জে কুঞ্জে সারি সারি ॥
ওহে রাধাকান্ত, বলিয়া একান্ত,
ডাকিনু বেকারে প্যারি।
শুন ওগো রাই, ফিরে এনু তাই,
দেখা না পাইনু তারি ॥

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল কাওয়ালী।

রাধা। এখনি যমুনাজলে প্রাণ ত্যজিব লো ললনে।
যদি না পাইলাম কৃষ্ণ কি সুখ এ জীবনে ॥
তোমরা যত সখীগণ, কর তারি আয়োজন,
ঝাঁপ দিয়া যমুনাজলে, জুড়া'ব এ জীবনে ॥

রাগিণী সুরট—তাল পোস্তা।

ললি। প্রাণ কেন ত্যজ্‌বি ধনি শুন ওলো কমলিনি।
প্রাণ ত্যজা কি কথার কথা বল দেখি চাঁদবদনি॥
কেন প্রাণ দিয়া তারে, চাহ এবে ত্যজিবারে,
জান ত হে বহু দিন, সে লম্পটের শিরোমণি॥

রাগিণী ঝিঝিট—তাল পোস্তা।

বৃন্দা। খুঁজিয়া আনিতে প্যারি চলিলাম তোমার প্রাণধন।
যেথায় পা'ব আন্‌ব তারে তব প্রেমনিকেতন॥
আমি বৃন্দা নাম ধরি, এ কায যদি কর্‌তে নারি,
বৃন্দা নাম ধ'রে প্যারি, ডেক না মোরে কখন।
শুন ধনি তোমায় বলি, আনিলে সেই বনমালী,
কদম্বতলাতে আলি, যুগল রূপ দেখ্‌ব তখন॥

[বৃন্দার প্রস্থান।

সখীগণ। (নেপথ্যে লক্ষ্য করিয়া)

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

রাই দেখ দেখ দেখ হে চেয়ে।
ঐ কি তোমার প্রাণচোরা সেই কালিয়ে॥
এনেছে কষ্টে চোরে ধরে, উচিত সাজা দিও তারে,
হৃদ্‌পিঞ্জরে বেঁধে রেখ, প্রেমের শিকল হাতে দিয়ে॥

(শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া বৃন্দার প্রবেশ।)

রাগিণী ঝিঝিট—তাল খেম্‌টা।

বৃন্দা। দেখ লো শ্যামসোহাগিনি এনেছি তোর মনচোরে।
করিলে এ হেন মান, পড়িবে বিষম ফেরে॥
বিরহেতে জর জর, হয়েছে তোর কলেবর,
পুনঃ যেন এ চতুর, যায় না ছিঁড়ে প্রেম-ডোরে।
লও রাধা তব শ্যামে, ব'স আসি শ্যামের বামে,
নিভৃত নিকুঞ্জধামে, হেরি মোরা নয়নভোরে॥
দেখ শ্যাম পেয়ারীরে, রেখ সদা যতন ক'রে,
তোমার লাগি সকল ছেড়ে, পড়েছে কলঙ্কঘোরে॥

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

রাধা। নাথ, ক্ষম এ দাসীরে।
ক্রোধে অন্ধ হ'য়ে আমি বলেছি কত তোমারে॥
অপরাধ করেছি কত, কুবাক্য বলেছি শত,
পরিতাপ অবিরত, দহিতেছে অভাগীরে।
ধরিতেছি শ্রীচরণ, কাঁদিতেছি অনুক্ষণ,
ক্ষমা কর নারায়ণ, ভাসাও না অধিনীরে॥

রাগিণী গৌড়সারঙ্গ—তাল আড়াঠেকা।

কৃষ্ণ। কেন লো প্রেয়সি তুমি হতেছ কাতর।
আছি হে তোমারি আমি জেন নিরন্তর॥

তুমি প্রিয়ে শশধর, অন্তরের তাপ হর,
দেখা বহু ক্ষণ পর, তোষ তৃষিত কিঙ্কর।
পেয়েছিলে যত কষ্ট, সে সকল দূরদৃষ্ট,
এবে প্রিয়ে হ'য়ে হৃষ্ট, তুষ্ট কর নটবর॥

রাগিণী সাহানা—তাল যৎ।

বৃন্দা। নিকুঞ্জেরি শোভা আজি দেখ সখি দুনয়নে।
শ্যামের বামে কিবা রাই শোভিতেছে একাসনে॥
যত সব সখী মিলে, গান কর কুতূহলে,
আনন্দে ভাস্‌ব মোরা নামের মহিমা শুনে।
ললিতা গাও ললিতে, বিশাখা গাও পঞ্চমেতে,
চম্পকলতা গাহিবে, বসন্ত-বাহার-তানে॥

রাগিণী শঙ্করা—তাল খেম্‌টা।

সখীগণ। শ্যাম নব নটবর, শোভে বামে কমলিনী।
আহা! কি রূপের ছটা, যেন মেঘের কোলে সৌদামিনী॥
রাই যেন শশধর, শ্যাম তৃষিত চকোর,
হানিছে প্রেমশর, রাধায় ক'রে উন্মাদিনী॥

রাগিণী সোহিনী—তাল খেম্‌টা।

বৃন্দা। আয় আয় আয় লো সব তোরা।
রাই কানুরে ল'য়ে, ঝুলানে ঝুলাই মোরা॥
ওলো সব সখীগণ, মৃদঙ্গ, মন্দিরা আন,
আনন্দে গাহিব গান, তুষিতে ঐ মনচোরা।
দোঁহে ঝুল্‌বে একাসনে, দেখে সুখী হ'ব প্রাণে,
ঝুলাইব জনে জনে, দেখ্‌বি যদি আয় গো তোরা॥

রাগিণী ইমন-কল্যাণ—তাল একতালা।

ললি। দেখ হে রঙ্গে, মনের আনন্দে,
কিশোর ঝুলিছে, কিশোরীসঙ্গে।
আহা কি মরি মরি, দেখ না নয়ন ভরি,
রাইএর অঙ্গ রয়েছে শ্যামেরি অঙ্গে॥
রূপের নাহিক সীমা, কি দিব তার উপমা,
দিব ফুল উপহার তুষিতে ত্রিভঙ্গে॥

[পুষ্প প্রদান।

রাগিণী ভূপ-বিভাষ।

সখীগণ। (করযোড়পূর্ব্বক) জয় জয় মদনমোহন হরি।
জয় হিরণ্য-নিধন, কংস-বিনাশন, কালিয়-দমনকারি॥
জয় মাধব, করুণার্ণব, গিরি-গোবর্দ্ধন-ধারি।
জয় দামোদর, বিপদুদ্ধার, বিপদ-ভঞ্জনকারি॥
জয় সচ্চিতানন্দ, জয় গোবিন্দ, জয় কৃষ্ণ রাবণারি।
জয় কমলাকান্ত, মনেরি ভ্রান্ত, ঘুচাও হে মুরারি॥
জয় বনমালি, করি কৃতাঞ্জলি,
ভব-ভয়-হর ভবের কাণ্ডারি।
জয় নারায়ণ, বিপদ-ভঞ্জন, কৃপা দান কর বংশীধারি॥
জয় শ্রীধর, বিশ্বম্ভর, ক্ষীরার্ণব-মথন-কারি।
জয় পুণ্ডরীকাক্ষ, কুরু কটাক্ষ, পীতবসন-ধারি॥
জয় দীনবন্ধু, দয়া-সিন্ধু, গোপী-মন-হারি।
জয় প্যারী-বল্লভ, জগদ্দুর্লভ, জয় বৃন্দাবন-চারি॥

[সকলের প্রণিপাত।

(যবনিকা পতন।)

গ্রন্থকারিণীর উক্তি।

রাগিণী পূরবী—তাল আড়াঠেকা।

কেন তুমি মিছে কাযে ভ্রমিতেছ মন।
ভবের কাণ্ডারি হরি, জেন সর্ব্বক্ষণ॥
শুন মন বলি তোমারে, ভাবিলে সেই ত্রিভঙ্গেরে,
অনায়াসে মুক্ত হবে, ভবেরি বন্ধন।
যখন শমন লবে ধ'রে, ভুল না সেই বংশীধরে,
শ্রীব্রহ্মগোপাল-পদ, মনে ভেব অনুক্ষণ॥

Printed by I. C. Bose & Co., Stanhope Press, 249, Bow-Bazar Street, Calcutta.